দৈনিক ইত্তেফাক

৩১

তারিখ ..20 DEC 1996 ... ...
পৃঃ ৪ কলাম ৬......

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ পদ্ধতি

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে যে সকল নিয়ম-নীতি অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন, তাহা অনেকাংশেই লঙ্ঘিত হইতে দেখা যায়। কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল বিদ্যালয়গুলিকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত না করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত পরিচালনা করিয়া থাকেন। ম্যানেজিং কমিটির একচ্ছত্র ক্ষমতাকে এই অবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী করা যায়। কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার অন্তর্গত "জাংগাল বাদশা মিয়া আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়" নামক বিদ্যালয়টিতে সম্প্রতি শিক্ষক নিয়োগকালে এই ধরনের একটি অনিয়মের অবতারণা হয়। সেখানে বাণিজ্য শাখায় একটি 'সহকারী শিক্ষক' পদের জন্য পাঁচজন স্নাতক বা তদূর্ধ্ব ডিগ্রীধারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই নিয়োগের জন্য যে ইন্টারভিউ বোর্ড গঠন করা হয় উহার পরিচালনার দায়িত্ব কোন বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষককে দেওয়া হয় নাই। বরং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জনৈক প্রধান শিক্ষককে উক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়। অপরপক্ষে প্রার্থীদের যোগ্যতার মূল্যায়নের জন্য কোন লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় নাই। শুধু একটি মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে একজন পছন্দের প্রার্থীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকেই নিয়োগ করা হয়। কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা বাদ পড়িয়া যান।

মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাস করা একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কিভাবে স্নাতক ডিগ্রীধারী প্রার্থীদের মূল্যায়ন করিতে পারেন তাহা আমার বোধগম্য হইতেছে না। এই কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রকার দুর্নীতি বা কারচুপির আশ্রয় গ্রহণ করা কাহারও কাম্য নহে। অথচ অধিকাংশ বেসরকারী স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহাই পরিদৃষ্ট হয়। ইহার প্রতিকারে আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলি হইতে প্রভাবশালীদের অবৈধ হস্তক্ষেপের সুযোগ চিরতরে বিলুপ্ত করা প্রয়োজন। শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়ে পুরাতন আইন সংস্কারকরতঃ নূতন নীতিমালা ঘোষণা করা প্রয়োজন, যাহাতে শিক্ষাঙ্গন হইতে সকল প্রকার দুর্নীতি ও অনিয়মের অবসান ঘটে। বিষয়টির প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।